1) আমীর খসরু দিল্লীর সুলতানী যুগের একজন ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদ- আলোচনা করো।

→ বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদ থুকিডিডিস বলেছিলেন— অনুসন্ধিৎসা ও তার বিষয়বস্তু শুধু মানুষের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা নয়, তার জীবনের সামগ্রিক রূপ। আর থুকিডিডিসের এই বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের আদর্শ যদি রাজনৈতিক ঐতিহাসিক আখ্যান রচনার প্রধান মাপকাঠি হয়- তাতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন দিল্লী সুলতানী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক তথা রাজনৈতিক চিন্তাবিদ আমীর খসরু। যাকে ভারতের 'Tuti-e-hind' (তুতি-ই-হিন্দ) বা 'ভারতের বা হিন্দুস্থানের তোতাপাখি' বলা হয়। অবশ্য ঠোঁট কাটা তোতাপাখির মতোই তিনি ভক্তিমূলক ভাবকতা বৃত্তি কে দূরে সরিয়ে রেখে আমাদের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর যে নির্মেদ ও সময়ভেদে তির্যক ইতিহাসের অপ্রিয় কথা শুনিয়েছেন, তার নিরিখে আমরা আধুনিক শতকের advocacy journalism (জার্নালিজম হার্টসিন যার প্রষ্টা)-র সাথেই তাঁর ইতিহাস লেখনীর ও রাজনৈতিক ভাবনার সাদৃশ্য খুঁজে পাই।

আসলে যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের ধ্যানধারণা বদলেছে। ফলে প্রশ্নহীন আস্থার চোখে ইতিহাসকার ও তার সময়কালকে বিচার করা কার্যত অসম্ভব। কারণ ভলতেয়ারের Universal History ও মিশেলের রোমান্টিক ব্যাখ্যায় অভিষিক্ত ইতিহাসের এ যেন এক অদৃশ্য ফতোয়া। আর এই ফতোয়ার-ই যেন এক সার্থক নিক নির্মোক- ছিলেন আমীর খসরু। তাই হয়তো জীয়াউদ্দিন বরনী তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ

'তারিখ-ই-ফিরোজশাহি'-তে লিখেছেন- "রচনার প্রাচুর্য ও আদর্শে মৌলিকতার দিক থেকে আমীর খসরু তুলনাহীন। কাব্যের সমস্ত শাখায় এমন ব্যুৎপন্ন মনীষা অতীতে কখনো দেখা যায়নি...... এবং কেয়ামতের সেই দিনটির আগে আর আসবেও না।"

আসলে তুর্কি ও পেশাগতি অন্যান হিসেবে নিজ পিতৃভূমি থেকে বিতাড়িত মোঙ্গলদের দ্বারা বিতাড়িত আমীর খসরুর পরিবার দিল্লিতে ইলতুৎমিসের বাদান্যতায় বসবাস শুরু করে। তাই জীবনের সূচনা পর্বেই ইন্দো-ইসলামিক সাংস্কৃতিক মৌলীর সংমিশ্রিত ভাবনা আমীর খসরুকে যেমন প্রভাবিত করেছিল-তেমনি একপেশে বর্বরতার যে একঘেয়েমী প্রশস্তি চারণা-তার থেকে তাকে মুক্ত করেছিল।

আবার দীর্ঘ ৭৪ বছর তিনি দিল্লী সুলতানীর আশ্রয়ে কাটিয়েছেন, সাক্ষী থেকে সুলতানী সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের প্রত্যেকটি ঘাত-প্রতিঘাতের। পারসিক কায়দায় রাজসভা পরিচালনাকারী গিয়াসউদ্দিন বলবনকে তিনি দেখেছেন যেমন প্রিয় পুত্র মহম্মদ খাঁ-র মৃত্যুতে ভেঙে পড়তে আবার একইভাবে আলাউদ্দিন খলজির হাতে জালালউদ্দিনের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুরও সাক্ষী থেকেছেন।

কিন্তু অন্যান্য ইতিহাসবিদ্‌দের সাথে (জিয়াউদ্দিন বরানি, মিনহাজ-উস-সিরাজ) আমীর খসরুর লেখনীর তফাৎ এইখানে যে তিনি ইতিহাসের নৈর্ব্যক্তিক ন্যায়কে তাঁর লেখনীর মধ্যে স্থান দিয়েছেন। যে নৈর্ব্যক্তিক ন্যায় ইতিহাসকে চালিত করেছে ধারাবাহিক চক্রপথে। শক্তির মোহ নয়-বরং যুক্তির আবেদনকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন আমীর খসরু তাঁর লেখনীতে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়→

আমীর খসরুর প্রতি আলাউদ্দিন খলজি সর্বোচ্চ কোসীন থাকা সত্ত্বেও খসরু আলাউদ্দিনের বাজারদর নিয়ন্ত্রণের যেমন ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তেমন আবার জালালউদ্দিনকে যেভাবে তিনি হত্যা করেছেন, সেই বিশ্বাসঘাতকতা কে তিনি একজন অমঙ্গল কাজ বলে অভিহিত করেছেন।

আবার তাঁর রচিত 'খাজাইন-উল-ফুতুহ' গ্রন্থে তিনি আলাউদ্দিন খলজির প্রথম পনেরো বছরের ইতিহাস যেমন রচনা করেছেন তেমনি অপরাপর সরকারী ঐতিহাসিকদের

মতো তিনি তাঁর রচনায় ঐতিহাসিক সাল-তারিখ-এর উল্লেখের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক অসঙ্গতি ঘটাননি।

অন্যদিকে সুলতান এবং তাঁর অসুস্থ পিতা তথা বলবনের জ্যেষ্ঠ ছেলে বুঘরা খাঁ-র মধ্যে অযোধ্যা অঞ্চলে টানাপোড়েনের যে ছবি আমীর খসরু তাঁর বিবরণে কিরান-উস-সাদিন নামক ঐতিহাসিক -তে রচনা করেছেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। আসলে কিরাস-উস-সাদিন শুধুমাত্র রাজকর্তব্য পালনে দায়বদ্ধ ব্যক্তিদের পারস্পারিক দায়বদ্ধতা পালনের নয়-বরং পারস্পারিক সম্পর্কের যে বাধ্যতা বা তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে তার যে ওঠানামা তার একং এক সাক্ষ্য দলিল হল এই কিরান-উস-সাদিন।

পাশাপাশি কবিতায় মুড়ে থাকা কাপেট দিয়ে যে মুদ্রাযন্ত্রের মতো পেশাদারী সামরিক অভিযানের নীরস ও কর্কশ অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করতে পারা যায় তা আমীর খসরু দেখালেন তাঁর আরেক সৃষ্টিতে যার নাম 'খিজাতা-উল-ফুতুহ'।

কিন্তু এসবের উর্ধ্বে উঠে আমীর খসরু আলাউদ্দীন খলজির জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খান এবং গুজরাতের রাজা কর্ণের কন্যা দেবল রাণী-র যে ভালোবাসার আখ্যান রচনা করেছেন তাঁর 'আশিকা'-তে। তাঁর রোমান্টিকতা ও খসরুর সাহিত্য রসাত্মক লেখনী কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো ভাবে আমীর খসরুর রোমান্টিক মনোহারী ভাবনার চিহ্নবাহক।

আবার আলাউদ্দীনের একজন অযোগ্য ও নিকর্মা উত্তরাধিকারি হিসাবে মুবারক শাহ খলজির প্রেক্ষিতে দিল্লী সুলতানী শাসনের প্রাসঙ্গিকতায় তিনি যে তির্যক কাব্য অনুভূতিকে বিধেছেন তার যথাযথ উল্লেখ আছে খসরুর লেখা —

মতো তিনি তাঁর রচনায় ঐতিহাসিক সাল - তারিখ-এর উল্লেখের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক অপাঙ্‌ক্তেয়তা ঘটাননি।

অন্যদিকে সুলতান এবং তাঁর অসুস্থ পিতা তথা বলবনের জ্যেষ্ঠ ছেলে বুখরা খাঁ-র মধ্যে অযোধ্যা অঞ্চলে টানাপোড়েনের যে ছবি আমীর খসরু তাঁর বিবরণে কিরান-উস-সাদিন নামক ঐতিহাসিক -তে রচনা করেছেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। আসলে কিরান-উস-সাদিন সুলতানের রাজকর্তব্য পালনে দায়বদ্ধ ব্যক্তিদের পারস্পরিক দায়বদ্ধতা পালনের নয় বরং পারস্পরিক সম্পর্কের যে বাধ্যতা বা তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে তার যে ওঠানামা তার এক আসল দলিল হল এই কিরান-উস-সাদিন।

পাশাপাশি কবিতায় সুন্দরভাবে কাপলেট দিয়ে যে যুদ্ধযাত্রার মতো পেশাদারী সামরিক অভিযানের নীরস ও কর্কশ অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করতে পারা যায় তা আমীর খসরু দেখালেন তাঁর আরেক সৃষ্টিতে যার নাম 'খিযানাত-উল-ফুতুহ'।

কিন্তু এসবের উর্ধ্বে উঠে আমীর খসরু আলাউদ্দীন খলজির জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খান এবং গুজরাতের রাজা কর্ণের কন্যা দেবল রাণী-র যে ভালোবাসার আখ্যান রচনা করেছেন তার 'আসিকা'-তে। তাঁর রোমান্টিকতা ও খসরুর সাহিত্য রসাত্মক লেখনী কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো ভাবে আমীর খসরুর রোমান্টিক মনোহারী ভাবনার চিহ্নস্মারক।

আবার আলাউদ্দীনের একজন অযোগ্য ও নিকর্মা উত্তরাধিকারি হিসাবে মুবারক শাহ খলজির উপস্থিতিকে দিল্লী সুলতানী শাসনের প্রাতিষ্ঠানিকতায় তিনি যে তীর্যক কাব্য অনুভূতিকে বিঁধেছেন, তাঁর যথাযথ উল্লেখ আছে খসরুর লেখা—